দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 JUN 2010
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

### ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদ

# ঢাবি ভিসি-প্রক্টরের পদত্যাগসহ ৩ দফা দাবীতে ছাত্রদলের বিক্ষোভ

## ছাত্রলীগের পাল্টা মিছিল সমাবেশ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের হামলা প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও প্রক্টরের পদত্যাগসহ তিন দফা দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ছাত্রদল। ছাত্রদলের দাবি ও ধর্মঘটের বিরোধিতা করে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে ছাত্রলীগ। হামলায় জড়িত থাকায় ৬ ছাত্রলীগ নেতাকে শোকজ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ওই ঘটনা তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত সোমবার ছাত্রদলের ওপর ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এবং প্রক্টরের পদত্যাগের দাবিতে গতকাল (মঙ্গলবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে ছাত্রদল। সকাল ১১ টায় ছাত্রদল শাহবাগ মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। শাহবাগ থেকে মিছিলটি ক্যাম্পাসের দিকে প্রবেশ করতে চাইলে পাবলিক লাইব্রেরীর সামনে পুলিশ বাধা দেয়। পরে সেখানেই পৃঃ ১৫ কঃ ৪

## ঢাবি ভিসি-প্রক্টরের পদত্যাগসহ

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

তারা সমাবেশ করেন। ছাত্রদল যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ার হোসেন টিপুর পরিচালনায় মিছিল পরবর্তী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রদল সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, হায়দার আলী লেলিন, ওমর ফারুক সাফিন, বজলুল করিম চৌধুরী আবেদ, আনিছুর রহমান খোকন, শহিদুল্লাহ ইমরান, জাভেদ হাসান, মাহিদুল ইসলাম হিরু, আব্দুল ওয়াহাব প্রমুখ।

সমাবেশে ছাত্রদল সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও প্রক্টরের মদতে ছাত্রদলের নেতাদের ওপর হামলা হয়েছে। ঘটনাস্থলে প্রক্টর উপস্থিত থাকলেও তিনি কোন ব্যবস্থা নেননি। অবিলম্বে ভিসি ও প্রক্টর পদত্যাগ না করলে ১জুলাই থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার ছাত্র ধর্মঘট চলবে। তিনি হামলাকারী ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের বিচার দাবি করেন।

একই দাবিতে ২৪ জুন মুক্তাঙ্গনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ এবং ২৯ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাংবাদিক ও ক্রিয়াশীল সব ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে মতবিনিময় কর্মসূচী ঘোষণা করেন। এ সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের দাবি মেনে না নিলে ১ জুলাই থেকে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সংগঠনটি।

**ছাত্রলীগের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ**

ছাত্রদলের অব্যাহত সন্ত্রাস ও ধর্মঘটের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সামাবেশ করেছে ছাত্রলীগ। গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টায় মধুর ক্যান্টিন থেকে মিছিল বের করে ছাত্রলীগ। মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক পদক্ষিণ করে অপরাজেয় বাংলার সামনে এসে সমাবেশ করে। ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটনের পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শেখ সোহেল রানা টিপু, সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ সাকিব বাদশাসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। বক্তারা ছাত্রদলের দাবিকে অযৌক্তিক উল্লেখ করে তাদের কর্মসূচী প্রত্যাহার করার আহ্বান জানান। তারা বলেন, ধর্মঘটের নামে কোন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সহ্য করা হবে না। যেকোনমূল্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জঙ্গীবাদ, মৌলবাদ প্রতিহত করা হবে। তারা মধুর ক্যান্টিনে ছাত্রদল কর্মীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলাকে জঙ্গীবাদ নির্মূলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রতিরোধ বলে উল্লেখ করেন।

**তদন্ত কমিটি গঠন**

গত সোমবার মধুর ক্যান্টিনে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার ঘটনা তদন্তে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর ড. আমজাদ হোসেনকে প্রধান করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কমিটিকে আগামী তিন কার্য দিবসের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আফতাব আলী শেখ এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী প্রক্টর ফজলুর রহমান।

**৬ ছাত্রলীগ নেতাকে শোকজ**

হামলার সঙ্গে জড়িত ছাত্রলীগের ৬ নেতাকে শোকজ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। 'কেন তাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হবে না' মর্মে তিন দিনের মধ্যে শোকজের জবাব দিতে বলা হয়েছে। এরা হলেন- কেন্দ্রীয় নেতা ও সূর্যসেন হলের উর্দু বিভাগের ছাত্র সিদ্দিকী নাজমুল আলম, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম সম্পাদক ও একই হলের দর্শন বিভাগের ছাত্র মামুনুর রশিদ, ব্যাচেলর অব এডুকেশনের নূর নবী সোহাগ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র আনিছুর রহমান শিমুল, আরবি বিভাগের সাইফুর রহমান ও বঙ্গবন্ধু হলের দর্শন বিভাগের ছাত্র সোহেল মির্জা।

**তদন্ত কমিটির কাজ শুরু**

দায়িত্ব পাওয়ার পরই গতকালই কাজ শুরু করেছে তদন্ত কমিটি। কেন ছাত্রদলের ওপর হামলা হল তা খতিয়ে দেখছে কমিটি। কারও ইন্দন ছিল কিনা তাও দেখা হবে। তদন্ত কমিটির প্রধান ড. আমজাদ হোসেন বলেন, আমরা ইতিমধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছি। তদন্তের জন্য যা দরকার তা সংগ্রহ করছি।

গত সোমবার মধুর ক্যান্টিনে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের ওপর দায়েরকৃত ছাত্রদলের মামলাটি তুলে না নেয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এরই প্রেক্ষিতে গতকাল ছাত্রদল এই কর্মসূচী পালন করে।